তারিখ ... 13 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫

সংবাদ

সখীপুরের নলুয়া বাছেত খান উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে চলছে কোচিং -সংবাদ

সখীপুরে স্কুলে রমরমা কোচিং বাণিজ্য!

জুলহাস গাইন, সখীপুর (টাঙ্গাইল)

সখীপুরের নলুয়া বাছেত খান উচ্চ বিদ্যালয়ে সরকারি নীতিমালা উপেক্ষা করে চলছে কোচিংবাণিজ্য। এ বিষয়ে একাধিক অভিভাবক অভিযোগ করেন, স্কুল শিক্ষকদের চাপে বাধ্যতামূলক শ্রেণীকক্ষের বাইরে সন্তানদের একাধিক বিষয়ে কোচিং ও প্রাইভেট পড়াতে হচ্ছে। প্রতি বিষয়ে ৮শ' টাকা করে প্রতি শিক্ষার্থীদের পেছনে তাদের মাসে প্রায় ৪-৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত গুনতে হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিং নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা করলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই অবাধে কোচিংবাণিজ্য চলছে বলে অভিযোগ করেন অভিভাবকরা।

রোববার সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, নলুয়া বাছেত খান উচ্চ বিদ্যালয়ের কোচিং ও প্রাইভেট বাণিজ্য আজ ভয়বহ আকার ধারণ করেছে। ফুঁসে উঠেছে অভিভাবকসহ এলাকাবাসী। ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৬ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ৯ জন শিক্ষকই রয়েছে কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। এরা হলেন, আবদুল হান্নান মিয়া (সহকারী শিক্ষক গণিত), সুজয় কুমার সরকার (সহকারী শিক্ষক ইংরেজি), মো. মিজানুর রহমান (সহকারী শিক্ষক গণিত), মো. বাবুল মিয়া (সহকারী শিক্ষক ইংরেজি), মো. সুমন রানা (সহকারী শিক্ষক কৃষি), মো. কবির হোসেন (সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান), মো. শহিদুল ইসলাম (সহকারী শিক্ষক বাণিজ্য), মো. শাহাজাহান মিয়া (সহকারী শিক্ষক গণিত) এবং মো. ইসমাইল হোসেন (সহকারী শিক্ষক ইংরেজি)। জানা যায়, ওই ৯ জন শিক্ষকের কাছে প্রতিষ্ঠানের সাড়ে ৯'শ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৭শ' শিক্ষার্থীকে এক প্রকার বাধ্যতামূলক কোচিং করতে হয়। সকাল ৭.৪৫ মিনিট থেকে শুরু করে ৯.৪৫ মিনিট পর্যন্ত এবং স্কুল ছুটির পরপরই শুরু হয়ে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষক ৫/৬টি ব্যাচে তারা ওইসব শিক্ষার্থীদের কোচিং করান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১২ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা জারি করে। এতে বলা হয় সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়, মাদরাসা, কলেজের কোন শিক্ষক তার নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। এমনকি শিক্ষকরা কোন বাণিজ্যিক কোচিং সেন্টারেও পড়াতে পারবেন না। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের মাত্র ১০ শিক্ষার্থীকে তার বাসায় পড়াতে পারবেন। এজন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না। এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষক কোচিং-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকলে তার এমপিও স্থগিত বা বাতিলসহ সাময়িক বা চূড়ান্ত বরখাস্ত। এমপিওর বাইরে কোন শিক্ষক কোচিং-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন ভাতা স্থগিতের পাশাপাশি তাকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করার নির্দেশনা রয়েছে ওই সরকারি নীতিমালায়। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক কোচিং বা প্রাইভেট বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকলে তা পেশাগত অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে এবং সে জন্য ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গ আপিল বিধি অনুযায়ী রয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে এ নীতিমালা মানা হচ্ছে কী না তা দেখার জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলাদা তদারক কমিটিও রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ নীতিমালা কেবল কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ।

ছাত্র অভিভাক ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোচিং বন্ধে আমি প্রধান শিক্ষক বরাবর অভিযোগ করলেও তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। এসব কোচিং বাণিজ্যের কারণে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ছাত্রীদের যৌন হয়রানির মতো ঘটনাও অহরহ ঘটছে। সরকার কাগজে কলমে নীতিমালা করলেও বাস্তবে এর কোন প্রয়োগ নেই।

সরকারি বিধি উপেক্ষা করে কোচিং করার বিষয়ে জানতে চাইলে মো. সুমন রানা (সহকারী শিক্ষক কৃষি) ও আবদুল হান্নান মিয়া (সহকারী শিক্ষক গণিত) একই সুরে বলেন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও কোচিং করাচ্ছেন তাই আমরাও করাচ্ছি।

নলুয়া বাছেত খান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. তোফাজ্জল হোসেন বিএসসি বলেন, কোচিংও প্রাইভেট শিক্ষকদের নৈতিক স্খলন হলে তা শুধু নীতিমালা ও বিধি বিধান দিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হয় না। বিদ্যালয়ে কোন রকম সময় পার করে ওইসব শিক্ষকরা শুধু কোচিং ও প্রাইভেট বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকেন বলেও তিনি জানান।

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ডিএম শরীফুল ইসলাম বলেন, নিষেধ করলেও তারা মানছে না। কাগজে কলমে নীতিমালা না থেকে এটি বাস্তবে রূপান্তর করতে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মফিজুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি। অচিরেই বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষকদের নিয়ে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের কোচিং বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।